তারিখ 18 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
019

দৈনিক বাংলা
ঢাকা: শনিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৯৩: ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে বাংলা ভাষা প্রচলন বিল (১৯৮৭) পাসের ঘটনা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সংসদে বিলটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বাধীন সরকার যে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে আন্তরিক এবং শুধু মুখের কথায় দায়িত্ব সমাধা করেন না, জাতীয় সংসদে বাংলাভাষা প্রচলন বিল উত্থাপন ও পাসের ঘটনা তারই প্রমাণ। স্বাধীনতার পর দেশে অনেক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাংলা ভাষার প্রতি দরদ প্রকাশেও তারা কেউ কুণ্ঠিত হননি কিন্তু আসল কাজে হাত দেবার বেলায়ই তাদের কুণ্ঠা দেখা গেছে। বর্তমান সরকারের আগে আর কোন সরকার সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের আইনগত ভিত্তি রচনা করেননি—শুধু মুখে-মুখে ভাষার প্রতি দরদ দেখানো হয়েছে। এ আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সকল সরকারী অফিস-আদালত, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য কাজ অবশ্যই বাংলায় সমাধা করতে হবে। শুধু বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ এ বিধানের আওতায় পড়বে না। সরকারী কর্মচারীরা এ আইন অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় সংসদে বাংলাভাষা প্রচলন বিল পাসের ফলে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বাংলা প্রচলনের ব্যাপারে আইনগত সকল দুস্তরায় দূর হয়েছে। উল্লেখ্য গত ২৪শে জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতীয় সংসদে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে অফিস-আদালতে বাংলা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন—তাঁর সেই নির্দেশ এখন আইনগত রূপ লাভ করেছে।

বাংলা প্রচলনের ব্যাপারে এ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রেসিডেন্ট এরশাদকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। জাতীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রেই তিনি সুদূরপ্রসারী সংস্কার ও পরিবর্তনের সূচনা করছেন—বাংলাভাষা প্রচলনের জন্যে তাঁর এ পদক্ষেপের কথা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের নির্দেশের ফলে ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। যারা নানা অজুহাত ও বাহানায় বাংলার প্রচলন ঠেকিয়ে রাখছিলেন, বাংলা ভাষা প্রচলন আইন তাদের বাংলার ব্যবহারে বাধ্য করবে।

তবে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে শুধু আইনের ভয়েই নয়, ভেতরের তাগিদেও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলার প্রচলন ত্বরান্বিত করা দরকার। এ ব্যাপারে তথাকথিত পরিভাষা-বিতর্ক, প্রচলিত বিদেশী শব্দ সম্পর্কে উন্নাসিকতা, যন্ত্রপাতির অভাবের অজুহাতে ইত্যাদি কিছুই যেন বাংলা প্রচলনে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।